The Business Standard
17 DEC 2025

India's exports defy tariffs, strengthen hand in US trade talks

TRADE - INDIA

REUTERS

India's exports leapt in November in defiance of US President Donald Trump's steep tariffs, providing fresh leverage in ongoing trade talks with Washington and easing pressure on New Delhi to strike a quick deal.

- India exports robust despite steep US tariffs
- Diversification, services soften tariff shock
- Stronger data eases urgency for US trade deal
- Export resilience offers fresh leverage to New Delhi

Shipments to the United States rose more than 22% in November from a year earlier, outpacing India's overall export growth of more than 19%, which lifted total goods exports to $38.13 billion, government trade data released on Monday showed.

Goods exports were the highest for any November in a decade.

Robust shipments have tempered fears of a prolonged tariff-led slump after trade talks between the two nations fell apart and Trump doubled duties on Indian goods to 50% in late August, the highest in the world. The hike included a 25% levy that was in retaliation for India's purchases of Russian oil.

The move had initially hit exports and pushed the rupee to a record low as investors awaited progress in trade negotiations. Exports to the US had fallen nearly 9% year-on-year in October after touching a record low in September.

Analysts said November's export recovery, coupled with India's strong domestic economy, reduces the urgency for New Delhi to make concessions in talks with Washington.

"After the recovery in US exports despite no tariff relief, India now has the leverage to press for a tariff cut to 25% from 50%, especially after sharply reducing Russian crude imports," said Ajay Srivastava, founder of the Global Trade Research Initiative.

Economists cited diversification and strong domestic demand as key drivers of resilience, which helped India's economy beat forecasts to grow 8.2% in the July-September fiscal second quarter. GDP is forecast to accelerate to at least 7% in the 2025/26 year.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
17 DEC 2025

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন

সিআইপি মর্যাদা পেলেন ৮৬ প্রবাসী

শীর্ষে আরব আমিরাত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ আরব আমিরাত

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৮৬ প্রবাসী বাংলাদেশীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি হিসেবে নির্বাচিত করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য তিনটি ক্যাটাগরিতে ২০২৬ সালের জন্য তারা সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন। গত রোববার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে সিআইপি নির্বাচনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ঢাকায় আজ 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে এ মর্যাদাপূর্ণ সনদ তুলে দেয়া হবে।

সরকার মোট তিনটি বিভাগে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি নির্বাচন করেছে। দেশে শিল্প ক্ষেত্রে সরাসরি বিনিয়োগকারী অনিবাসী বাংলাদেশী ক্যাটাগরিতে একজন, বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনিবাসী বাংলাদেশী ক্যাটাগরিতে ৭৫ জন ও বিদেশে বাংলাদেশী পণ্যের আমদানিকারক অনিবাসী বাংলাদেশী ক্যাটাগরিতে ১০ জনসহ সর্বমোট ৮৬ প্রবাসীকে সিআইপি নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রতিবারের মতো এবারের তালিকায়ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) প্রবাসীরা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। দেশটি থেকে সিআইপি নির্বাচিত হয়েছেন ৪১ জন। এছাড়া ওমান থেকে সাতজন, যুক্তরাজ্য থেকে ছয়জন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার থেকে পাঁচজন করে নির্বাচিত হয়েছেন। তালিকায় রয়েছে সৌদি আরব, হংকং, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলোও।

চট্টগ্রাম জেলার ৩৪ জন সিআইপির মধ্যে উপজেলার দিক থেকে শীর্ষস্থান দখল করেছে হাটহাজারী (নয়জন) ও দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাউজান (আটজন)। এছাড়া নির্বাচিতদের মধ্যে চট্টগ্রামের হাটহাজারী, রাউজান, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া, পাঁচলাইশ, পটিয়া, চান্দগাঁও ও চকবাজারসহ কুমিল্লা, কক্সবাজার, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ঢাকা, মৌলভীবাজার, জামালপুর, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝালকাঠি ও নরসিংদীর প্রবাসীরা রয়েছেন।

বাংলাদেশে বৈধ চ্যানেলে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী অনিবাসী বাংলাদেশী ক্যাটাগরিতে ২০২৬ সালের জন্য আরব আমিরাত থেকে সিআইপি হিসেবে নির্বাচিতদের মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মোহাম্মদ রুবেল, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মোহাম্মদ খালেদ, আবুল হাসেম, নিজাম উদ্দিন ও নূর নবী। চট্টগ্রামের রাউজান থেকে রয়েছেন নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ সেলিম, সেলিম উদ্দিন, মোহাম্মদ জাফর, মো. ওসমান আলী, ফরিদুল আলম ও হাসান মোরশেদ। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির ওসমান গণি, সাতকানিয়ার মহিউদ্দীন তালুকদার ও শহিদুল ইসলাম। চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থেকে সিআইপি হয়েছেন মাহাবুল আলম ও শেখ আবদুল আজাদ, পটিয়ার মুহাম্মদ আবুল বছর ও আবছার উদ্দিন, চান্দগাঁওয়ের মনজুরুল হক চৌধুরী ও আমিনুল হক এবং চকবাজারের শফিকুল ইসলাম রাহী।

নির্বাচিত সিআইপিরা আগামী দুই বছর রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে সচিবালয়ে প্রবেশের পাস, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, বিমান-রেল ও সড়কপথে আসন সংরক্ষণে অগ্রাধিকার, বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ 'চামেলী' ব্যবহারের সুবিধা এবং নিজের ও পরিবারের সুচিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিন সুবিধা।

বণিক বার্তা

17 DEC 2025

আখাউড়া স্থলবন্দর

একদিনে ভারতে গেল রেকর্ড সোয়া ৩ কোটি টাকার মাছ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে একদিনে ভারতে রেকর্ড পরিমাণ মাছ রফতানি হয়েছে। গত সোমবার দিনভর মোট ২৭টি ট্রাকে অন্তত সোয়া ৩ কোটি টাকার মাছ দেশটিতে পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা বলছেন, এর আগে একদিনে এত পরিমাণ মাছ রফতানি হয়নি। মূলত বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় এ রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল রাজ্যে বাংলাদেশের মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে এসব রাজ্যে প্রতিনিয়তই রফতানি করা হয়। এ মাছ মূলত ত্রিপুরায় পাঠানো হলেও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে বাকি ছয় রাজ্যে সরবরাহ করে থাকে।

আখাউড়া স্থলবন্দর মাছ রফতানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. ফারুক বলেন, 'দিন দিন ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোয় বাংলাদেশের মাছের চাহিদা বেড়েই চলেছে। ওপারের বাজারও বাংলাদেশের মাছের ওপর নির্ভরশীল।'

আখাউড়া স্থলবন্দর সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নেসার উদ্দিন ভূঁইয়া জানান, গত সোমবার চারটি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২৭টি ট্রাকে করে ১ লাখ ৫ হাজার ৮৪৬ কেজি মাছ ভারতে গেছে। এর মূল্য বাংলাদেশী টাকায় ৩ কোটি ২২ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। প্রতি কেজি মাছের রফতানি মূল্য ধরা হয়েছে আড়াই ডলার। শনিবার সেকেন্ড সেটার ডে, রোববার সাপ্তাহিক ছুটি ও মঙ্গলবার বিজয় দিবস উপলক্ষে রফতানি বন্ধ থাকায় একদিনে এত বেশি মাছ ভারতে গেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে গড়ে প্রতিদিন প্রায় কোটি টাকার বেশি মাছ রফতানি হয়। এর মধ্যে রয়েছে রুই, কাতলা, মৃগেল, পাঙাশ, টেংরা, পাবদা ও মেনি জাতীয় মাছ। তবে পাঙাশ মাছ যায় সবচেয়ে বেশি, যা ওই সাত অঞ্চলের পাহাড়ি মানুষদের কাছে প্রিয়।

উল্লেখ্য, ভারতের সেভেন সিস্টার্স হিসেবে পরিচিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য মূলত স্থল ও পাহাড়বেষ্টিত, যা দেশটির মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। সমুদ্র কিংবা বড় কোনো নদী না থাকায় স্থানীয়ভাবে মাছের উৎপাদনও কম। তাই স্বাদে ভালো, সহজলভ্য ও তুলনামূলক সস্তা হওয়ায় সেখানে বাংলাদেশী মাছের বিরাট বাজার তৈরি হয়েছে, যা দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★
ঢাকা।